পুরুষদের জন্য প্রার্থনা ক্যালেন্ডার, ফেব্রুয়ারী ২০২৫

১. কার্যকর প্রার্থনা – 'অতএব তোমরা এক জন অন্য জনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর, ও এক জন অন্য জনের নিমিত্ত প্রার্থনা কর, যেন সুস্থ হইতে পার।' (যাকোব ৫:১৬)। ঈশ্বরের আত্মা যখন আমাদের দোষ দেখিয়ে দেন তখন আমাদের সমস্ত অপরাধ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। সেটা আমাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ককে আরও সুস্থ করে তুলবে। সর্বদা বাধ্য হয়ে থাকতে ইচ্ছুক থাকুন। ঈশ্বর আপনার প্রার্থনার মাধ্যমে আপনার পরিবারকে প্রভাবিত করতে চান।

২. ন্যায়বিচার আটকে রাখা – 'যদি সেখানে দশ জন পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, সেই দশ জনের অনুরোধে তাহা বিনষ্ট করিব না।' (আদিপুস্তক ১৮:৩২)। ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সদোম ও ঘমোরাতে তিনি যদি ১০ জন ধার্মিক মানুষকে পান তাহলে তিনি তাদের বিচার করবেন না। আপনি এবং আমি যদি খ্রীষ্টের ধার্মিকতায় আবৃত হয়ে থাকি, তাহলে আমরা তফাৎ গড়ে দিতে পারবো।

৩. সঙ্কটকালে প্রার্থনা – 'আমার প্রজারা, যাহাদের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে, এবং আপনাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব।' (২ বংশাবলি ৭:১৪)। ঈশ্বর এখনো আবেদন জানাচ্ছেন যাতে তাঁর প্রজারা তফাৎ গড়ে দেয়। আমাদের দেশের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করুন।

৪. অন্যদিকে ফেরা – 'তুমি তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, দুষ্ট লোকের মরণে আমার সন্তোষ নাই; বরং দুষ্ট লোক যে আপন পথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে, [ইহাতেই আমার সন্তোষ]। তোমরা ফির...' (যিহিষ্কেল ৩৩:১১)। ক্রুশ যে কেবল ঈশ্বরের ভয়ংকর পবিত্রতাকে প্রদর্শন করে তা নয়, সেটা তাঁর আশ্চর্য্যজনক করুণাও দেখায়। ঈশ্বরের প্রশংসা করুন যে, যারা তাদের পাপ থেকে ফিরে আসে তাদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট পরিমাণে প্রেম ও ক্ষমা থাকে।

৫. দ্রুতগতিতে – 'প্রার্থনা কর; যেন, যেমন তোমাদের মধ্যে হইতেছে, তেমনি প্রভুর বাক্য দ্রুতগতি ও গৌরবান্বিত হয়' (২ থিষলনীকীয় ৩:১)। এই জগতের মূল সমস্যা হচ্ছে পাপ, ও ঈশ্বরের থেকে দূরে চলে যাওয়া। আর মানবজাতির জন্য তার রাজনৈতিক বা আর্থিক কোনো সমাধান নেই, বরং আত্মিক সমাধান আছে। এই বিষয়ে ঈশ্বরের উত্তর হলো সুসমাচার। আজ আপনি সুসমাচারের দূত হন।

৬. ইচ্ছাকৃতভাবে – 'আর তোমরা আমার অন্বেষণ করিয়া আমাকে পাইবে; কারণ তোমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আমার অন্বেষণ করিবে'(যিরমিয় ২৯:১৩)। জীবন বড়ই বিভ্রান্তিকর, আর তার মধ্যে অনেকগুলোই জীবনে পূর্ণতা পাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আপনার সঙ্কট যদি আত্মিক প্রকৃতির হয় এবং সঠিক সমাধান আপনি যদি পেতে চান, তাহলে যিনি নিজেই সেই সঙ্কটের সমাধান, তাঁর কাছে স্বেচ্ছায় প্রার্থনা করুন।

৭. প্রাণের সহিত – 'যাহা কিছু কর, প্রাণের সহিত কার্য্য কর, মনুষ্যের কর্ম্ম নয়, কিন্তু প্রভুরই কর্ম্ম বলিয়া কর' (কলসীয় ৩:২৩)। ঈশ্বরের চিরস্থায়ী শক্তির দ্বারা মনুষ্যজাতি জীবনযাপন ও চলাফেরা করে। আমরা তাঁর প্রতিমূর্তিতে এবং আন্তরিক ভাবে তাঁর সেবা করার জন্য সৃষ্ট হয়েছি। আপনি এমন একজন মানুষ হয়ে উঠুন যাতে আপনাকে প্রভু অনুপ্রাণিত, পরিচালিত এবং সর্বত ভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

৮. কদুষ্ণ – যেটা সুবিধাজনক সেটা যদি আপনি অবলম্বন করেন, আপনার নিজের যদি গভীর প্রত্যয় না থাকে বরং স্রোতের অভিমুখে চলতে থাকেন, এবং রাজনৈতিক ভাবে সঠিক হতে চান, তাহলে বিবেচনা করে দেখুন। খ্রীষ্ট এই ধরণের মনোভাব মানেন না। তিনি প্রকাশিত বাক্য ৩:১৬তে সতর্ক করে

বলেছেন, 'এইরূপে তুমি কদুষ্ণ, না তপ্ত না শীতল, এই জন্য আমি নিজ মুখ হইতে তোমাকে বমন করিতে উদ্যত হইয়াছি।'

৯. ভুলে যাবেন না – 'তৎকালে আপনার বিষয়ে সাবধান থাকিও, যিনি মিসর দেশ হইতে, দাস-গৃহ হইতে, তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই সদাপ্রভুকে ভুলিয়া যাইও না।' (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:১২)। স্বাচ্ছন্দ ও সাফল্য সহজেই আত্মতুষ্টি ও নিজের সাথে একটি সমালোচনাহীন সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায়। ঈশ্বরের আশীর্বাদের জন্য কৃতজ্ঞ হন এবং আনন্দের সাথে তাঁর সেবা করুন।

১০. কখনো হাল ছেড়ে দেবেন না – প্রভু আপনার যত্ন নিয়ে থাকেন। 'ঈশ্বর বিশ্বাস্য; তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে দিবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করিয়া দিবেন, যেন তোমরা সহ্য করিতে পার।' (১ করিন্থীয় ১০:১৩)। পরিস্থিতি নিরাশাজনক মনে হলেও, কখনো হাল ছেড়ে দেবেন না, বরং তাঁর প্রতি বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ করুন এবং তাঁর উপস্থিতির অভিজ্ঞতা লাভ করুন।

১১. ঈশ্বরের অন্বেষণ করা – ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে একটি উচ্চতর সচেনতা গড়ে তোলা অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে কোনো নিয়মিত অভ্যাস নয়। আমরা অনেক বিষয়ে বিভ্রান্ত ও আবিষ্ট হয়ে পড়ি। প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুত্বের আকাঙ্খা এবং সচেনতা আপনি অভ্যাস করতে পারেন। ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন, 'তুমি আমার সাক্ষাতে গমনাগমন করিয়া সিদ্ধ হও।' (আদিপুস্তক ১৭:১)

১২. ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করা – আমরা যা কিছুই করি না কেন, সেখানে ঈশ্বরের সাথে একটি নিরন্তর কথোপকথন গড়ে তোলা হচ্ছে একটি পবিত্র কাজ। বাইবেল বলে: 'হনোক ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন।' (আদিপুস্তক ৫:২৪)। ঈশ্বরের সাথে গমনাগমন করা আমাদের অস্তিত্বের ৪র্থ মাত্রা হয়ে উঠতে এবং ধার্মিক চরিত্র গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় হতে পারে। ঈশ্বরের সাথে সত্যি গমনাগমন করতে শিখুন।

১৩. অভ্যন্তরীণ মনুষ্যের প্রতি মনোযোগ করুন – ব্যক্তিগত চরিত্রের বিষয়ে স্বেচ্ছায় কাজ করা এমন একটি বিষয় নয় যা বেশিরভাগ মানুষ অগ্রাধিকার দেয়। কিন্তু খ্রীষ্টিয় চরিত্র গঠনের বিষয়ে অভ্যন্তরীণ মনুষ্যের প্রতি এই মনোযোগ অপরিহার্য্য। এটি কেবল স্থায়ী জীবনের মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। যীশু বলেছেন ‘আমা ভিন্ন তোমরা কিছুঁই করিতে পার না’। খ্রীষ্টে কেমন ভাবে থাকতে হয়, শিখুন। (যোহন ১৫:৫)

১৪. ঈশ্বরের আনুকূল্য – আমেরিকান সুসমাচার প্রচারক ডি. এল. মুডি বলেছিলেন, ‘আমার বিষয়ে অন্যরা যা মনে করে সেটা হচ্ছে আমার খ্যাতি; আর ঈশ্বর আমাকে যে ভাবে জানেন সেটা হচ্ছে আমার চরিত্র।’ প্রার্থনা করুন যেন পুরুষেরা অন্যের অনুমোদন লাভের আকাঙ্খা কম করে এবং ঈশ্বরের আনুকূল্য পেতে বেশী আগ্রহী হয়। ঈশ্বরের আমার চরিত্র গঠনের বিষয়ে আমি যদি মনোযোগ করি, তাহলে আমার খ্যাতির বিষয়ে আমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না, সেটা নিজেই নিজের ভার নেবে। (কলসীয় ৩:১২)

১৫. খাঁটি শিষ্যত্ব – ‘আমি খ্রীষ্টান কিনা সেটা যদি জানতে চান, তাহলে আমার বা আমার মণ্ডলীর কাছে জিজ্ঞাসা করবেন না, আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন।’ তবু, আমরা যে খ্রীষ্টের অনুগামী সেই বিষয়েও আমাদের স্ত্রীকে ভুল বোঝানো সম্ভব। পুরুষদের জন্য প্রার্থনা করুন যেন তারা শুদ্ধ হতে পারে, দোষ স্বীকার করে, এবং যখন অন্যরা নজর রাখছে কেবল তখন নয় কিন্তু জীবনের ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলিতে সত্যি করে খ্রীষ্টের অনুগামী হয়। (মথি ২৩:২৮)

১৬. কিভাবে প্রার্থনা করতে হয় – 'উচিত মতে কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য আর্ত্তস্বর দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন।' (রোমীয় ৮:২৬)। যখন আমরা আন্তরিক ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই, তখন তাঁর আত্মা আমাদের প্রার্থনাগুলিকে চালিত করেন। সুতরাং যে কোনো সময়ে আরম্ভ করতে প্রস্তুত থাকুন।

১৭. সময় নিন – 'আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ, ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে।' (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৫)। আমি কী ভাবে আমার সময় কাটাই সেটাই আমার অগ্রাধিকারকে প্রকাশ করে। ঈশ্বরের বাক্য অধ্যায়ন করতে আমি যতটা সময় খরচ করি সেটাই ঈশ্বরের প্রতি আমার প্রেমকে প্রকাশ করে। এই বিষয়গুলির উন্নতি করতে ইচ্ছুক হোন।

১৮. ফিলাডেলফিয়া – 'অন্তঃকরণে পরস্পর একাগ্র ভাবে প্রেম কর' (১ পিতর ১:২২)। ফিলাডেলফিয়া কথাটির অর্থ হলো ভ্রাতৃপ্রেম। পৃথিবীতে অনেক স্থান আছে যা এই নামের অর্থ প্রকাশ করে। ভ্রাতৃপ্রেম জীবনের একটি চাবিকাঠির মতো যা যীশুকে প্রেম করতে উৎসাহিত করে। আপনি নিজে ফিলাডেলফিয়ার প্রতীক হোন!

১৯. উপকার করা – 'আর উপকার ও সহভাগিতার কার্য্য ভুলিও না, কেননা সেই প্রকার যজ্ঞে ঈশ্বর প্রীত হন।' (ইব্রীয় ১৩:১৬)। খ্রীষ্টান হিসাবে আমরা হচ্ছি কেবল আমাদের উপরে অর্পিত সমস্ত উত্তম বিষয়ের প্রশাসক। আমরা যদি উত্তম কাজ করার জন্য সেই অনুযায়ী বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক হই, তাহলে আমরা প্রচুর আশীর্বাদ পাবো।

২০. শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর – 'নম্রভাবে প্রত্যেক জন আপনা হইতে অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর' (ফিলিপীয় ২:৩)। পুরুষ ও স্ত্রীরা ঈশ্বরের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা ও দক্ষতা লাভ করে থাকে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেমন মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ঠিক তেমনই একটি সঙ্গতিপূর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রেও হয়।

২১. ক্রিয়াকলাপ – ১ করিন্থীয় ৩:১২ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদের বিনিয়োগ স্থায়ী হবে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখা হবে। খ্রীষ্টের আনুগত্যে আমরা যে আত্মিক বিনিয়োগ করি এবং আমাদের পরিবার থেকে শুরু করে যে ভাবে আমরা অন্যদের সেবা করি এটি সেই বিষয় সম্পর্কিত। এই ভাবে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক হোন যাতে তার ফলাফল চিরস্থায়ী হয়। প্রভু, সেটা কার্যকরী করতে সাহায্য করুন!

২২. পার্থক্য – দুজন ব্যক্তি একই সঙ্গে মণ্ডলীতে গেলো কিন্তু দুটি ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। লূক ১৮:৯-১৪তে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে তাতে যীশু এই বিষয়টা চিত্রিত করেছেন। একজন ধর্মীয় আচার পালন করলো আর অন্যজন নিজেকে নম্র করে ঈশ্বরের সঙ্গে একটি সম্পর্ক স্থাপন করলো। আসুন, একটি পার্থক্য গড়ে তুলি এবং প্রভুর প্রতি সৎ হই। এই মনোভাবের ফলাফল দৈনন্দিন জীবনে প্রকাশিত হবে।

২৩. লক্ষ্য – জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে, পুরুষদের লক্ষ্য অর্জন এবং অতিক্রম করতে সংগ্রাম করতে হয়। কয়েকটি খুবই সহজসাধ্য হয় আবার কয়েকটি বেশ জটিল হয়। বিবাহিত জীবনের বিষয়ে, বাইবেল একটি উচ্চ লক্ষ্য স্থির করেছে, যা হচ্ছে বিশ্বস্ত হওয়া (মথি ১৯:৮-৯ দেখুন)। বিবাহ জীবনের স্থায়িত্ব আজ আপেক্ষিক হয়ে গেছে, কিন্তু বাইবেলের নীতি অপরিবর্তিত থেকে গেছে। প্রভু, বিশ্বস্ত থাকতে সাহায্য করুন।

২৪. উত্তরাধিকার – পিতা আর সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আদিপুস্তক ২২ অধ্যায়ে আমরা দেখি যে সদাপ্রভু অব্রাহামকে তাঁর পুত্র ইসহাক, যাঁকে তিনি প্রেম করতেন, তাঁকে বলিদান করতে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। অব্রাহাম সাহস ও নির্ভরতা সহকারে সেই আজ্ঞা পালন করেছিলেন।

আমাদের সন্তানদের জন্য একটি ভালো আত্মিক উত্তরাধিকার ছেড়ে যেতে, আমাদের সঙ্গে সদাপ্রভুর অভিজ্ঞতার বিষয়ে তাদেরকে জড়িত করতে হবে।

২৫. সংস্থান – যে কোনো সময়ে যে কোনো পরিবারে কঠিন সময় আসতে পারে। মিসর দেশে, প্রচুর খাদ্য দ্রব্য উপলব্ধ থাকতেই, যোষেফ কঠিন সময়ের জন্য মানুষদের প্রস্তুত করে তুলেছিলেন (আদিপুস্তক ৪১ অধ্যায়)। যখন সম্ভব হয় তখনই আপনার পরিবারের জন্য সংস্থান করে রাখুন, তাহলে কঠিন সময়টা অত তিক্ত বোধ হবে না! প্রভু, আপনাকে ধন্যবাদ দিই আমার পরিবারের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

২৬. সরলতা – ২ রাজাবলি ৫ অধ্যায়ে সেনাপতি নামানের মতো আমরা অনেক সময়ে ঔদ্ধত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির সঙ্গে সংগ্রাম করি। তাঁর বিরুদ্ধে প্রথমে একটি বালিকা, তারপর একজন ভাববাদী এবং শেষে তাঁর দাসেরাও কথা বলেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি নম্র হয়েছিলেন, এবং তাঁর রোগের সত্যতাকে সরল ভাবে নিয়েছিলেন, তখনই তিনি ঈশ্বরের আরোগ্যকারী শক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

২৭. পরিচালনা – আমরা পুরুষেরা পরিচালিত হতে পছন্দ করি না। যে কোনো কারণেই হোক না কেন, সেটা অহংকারই হোক বা আরও ভালো করে জানার জন্যেই হোক, একবার বিবেচনা করার বিষয়ে ইচ্ছুক হোন। নিজের বিচার বুদ্ধিতে চলার চেষ্টা করে সময় নষ্ট করবেন না। আপনাকে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে। যীশু বলেছেন, 'আমিই পথ ও সত্য ও জীবন।' (যোহন ১৪:৬)

২৮. সুরক্ষা – 'সদাপ্রভু তোমাকে সমস্ত অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবেন; তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করিবেন।' (গীতসংহিতা ১২১:৭)। জীবনে অসুবিধা আসবে এবং স্বাস্থ্য ও বস্তুগত সম্পদের ক্ষয় হতেই পারে। সদাপ্রভু আমাদের মনে করিয়ে দেন যে আমাদের প্রকৃত মূল্য হচ্ছে আমাদের সারাংশ ও আমাদের আত্মা। আমরা এখন যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, তাঁর উপরে যেন নির্ভর করি। তাঁকে আপনার দ্বিধা, আপনার তিক্ততা এবং মন্দ আত্মার থেকে আপনাকে রক্ষা করতে দিন।